বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশের রাজনীতি

বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশের রাজনীতি

রাফাত আলম

বাংলা একাডেমি

‘ভাষা, সাহিত্য, পাঠ্য ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা’ প্রকল্প
অর্থায়ন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থবছর : ২০২৫-২০২৬ । প্রকাশনা : ১

বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশের রাজনীতি

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪৩২/ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বাএ ৬৫৪৮
[২০২৫-২০২৬; পাঠ্যপুস্তক উপবিভাগ : ৪]
মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
পাঠ্যপুস্তক উপবিভাগ

প্রকাশনা তত্ত্বাবধান
মোহাম্মদ আজম
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রকাশক
মোঃ কামাল উদ্দীন আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
‘ভাষা, সাহিত্য, পাঠ্য ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা’ প্রকল্প
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুদ্রক
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম
ব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
আল নোমান

মূল্য
৫০০ টাকা

BANGLADESHER UPANAYASE SATCHALLISHER RAJNITI [The Politics of 1947 in the Novels of Bangladesh] by Rafat Alam. Published by Md. Kamal Uddin Ahammad, Project Director, A Project for Preparation and Publication of Textbooks, Treatises and References on Language, Literature and Various Other Disciplines, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. Published: February 2026. Price: Taka 500.00 only. US $ 5.00.

ISBN: 978-984-07-6557-7

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশের রাজনীতি আমার পিএইচডি অভিসন্দর্ভের পরিমার্জিত গ্রন্থরূপ। 'বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্নোর ঘটনাক্রম : রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ' শিরোনামে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে আমাকে ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি প্রদান করে।

আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোঃ সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন)। তিনি আমাকে গবেষণাকর্মে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সার্বিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা-কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে বইপত্রের খোঁজ জানিয়ে এবং পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে প্রাণিত করেছেন আমার কর্মস্থলের শিক্ষক-সহকর্মীবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক, অগ্রজ-অনুজ-বন্ধুপ্রতিম লেখক-গবেষকদের অনেকে। আমি এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

বাংলা একাডেমি থেকে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে—এটি আমার জন্য আনন্দের বিষয়। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বাংলা একাডেমির প্রকাশনা-সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে।

সাতচল্লিশ-পূর্বাপর রাজনীতিকে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন এবং প্রচলিত চিন্তাকাঠামোর বিপরীতে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করার ক্ষেত্রে এই বইয়ের পাঠ ও বিশ্লেষণ যদি কোনো ভূমিকা রাখতে পারে, তা হবে এর প্রধান উপযোগিতা।

রাফাত আলম

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা	১-১২
প্রথম অধ্যায়	
পরিপ্রেক্ষিত	১৩-৪২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর ও জনমানুষ	৪৩-৭৬
তৃতীয় অধ্যায়	
স্বাধীনতার স্বপ্ন	৭৭-১৩৮
চতুর্থ অধ্যায়	
'দেশভাগ'	১৩৯-১৯৬
পঞ্চম অধ্যায়	
সাতচল্লিশ-পরবর্তী আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসা ও ভাষা আন্দোলন	১৯৭-২৭০
ষষ্ঠ অধ্যায়	
ঔপন্যাসিক সত্তায় ইতিহাস ও রাজনীতি : সমন্বিত মূল্যায়ন	২৭১-২৯২
উপসংহার	২৯৩-২৯৮
গ্রন্থপঞ্জি	২৯৯-৩১৪
নির্ঘণ্ট	৩১৫-৩২৮

প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগনির্ণায়ক সাল। এই সালটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী অর্থাৎ বাংলাদেশের জনমানুষের জাতীয়তাবোধ-সংক্রান্ত পরিচয় নির্মাণের ইতিহাস। বাংলাদেশের উপন্যাসের আলোচনা ১৯৪৭ থেকে শুরু করা হয়; এটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা। যদিও ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি হয়। তদুপরি, ১৯৪৭-পরবর্তী ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্য তার সংগ্রামী জীবনচেতনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় দান করে। ১৯৪৭-কেন্দ্রিক রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশের অনেক সাহিত্যিক। যেমন, আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬), আবু রুশ্‌দ্‌ (১৯১৯-২০১০), রশীদ করীম (১৯২৫-২০১১), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) প্রমুখ। তাঁরা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছেন। যেমন সরদার জয়েনউদ্‌দীন তাঁর *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৮) উপন্যাসের ভূমিকাংশে লিখেছেন (২০১২ : ৭): 'সেসব দিনের অনেক ঘটনা চাক্ষুষ দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে; সেগুলো আঘাত করেছে আমার মানসপটে, হৃদয়ে। এ উপন্যাস সেসব মনোবেদনারই জীবন্ত চেতনা বা ভাষারূপ।' আবার আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২), শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১), মাহমুদুল হকের (১৯৪১-২০০৮) মতো অনেকে সাতচল্লিশের রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের মধ্যে তাঁদের শৈশব ও কৈশোরক জীবনকে যাপন করেছেন। পরিস্থিতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের জীবন-জগৎ-দর্শনে সাতচল্লিশের রাজনীতি তৈরি করে অনিবার্য যোগযুক্ততা। আলোচ্য সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভাষারূপ পাওয়া যাবে বাংলাদেশের প্রারম্ভিক পর্বের ঔপন্যাসিকদের অনেক উপন্যাসে। ১৯৪৭-পূর্বাপর রাজনীতি সচেতন লেখককুলকে প্রভাবিত করেছিল কার্যকরভাবে, তার ভাষিক রূপায়ণ ঘটেছে তাঁদের সৃষ্টিশীল রচনায়। এ কথা ঠিক, উপন্যাস ইতিহাসের সংবাদপত্রীয় বিবরণমাত্র নয়; কিন্তু একটি বিশেষ কালে, বিশেষ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে সৃষ্টিশীল মানুষের চেতনা ও সৃজনকর্ম মূলত ইতিহাসেরই সৃষ্টি। ভারতীয় বঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমান

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিকরা তাঁদের সৃজনের উপাদান হিসেবে সাতচল্লিশকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ঘটনাক্রমকে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ১৯৪৭ ও এরপর পরম্পরাবাহিত ১৯৫২-র মতো দুই বড়ো ঘটনা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে বাংলাদেশের জনাঞ্চলের দৃষ্টিকোণের যুক্ততা ওই কালপর্বের ইতিহাসের পাঠকে সামূহিক ও সম্পূর্ণ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উপন্যাস একটি শিল্প-রূপকল্প; এই রূপকল্পের বয়ান একটি জনজাতির মহাবয়ানের অন্যতম অনুষঙ্গ। একটি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের অনিবার্য উপাদান হিসেবে সামাজিক-অর্থনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ উপন্যাসে উপস্থিত থাকে। বর্তমান বইয়ে মূলত উপন্যাসপাঠের মধ্য দিয়ে আলোচ্য ঐতিহাসিক কালপর্ব তথা সাতচল্লিশ-পূর্বাপর সময়ে বাংলাদেশের জনমানুষ ও সচেতন সাহিত্যিকদের মধ্যে যে রাজনৈতিক চিন্তার রূপ-রূপান্তর ঘটেছে, তা অনুসন্ধান করা হবে। সাতচল্লিশ কেবল একটি বছরের মধ্যে সীমায়ত থাকে না; বরং সাতচল্লিশের রাজনীতি ওই কালপর্ব থেকে সমকাল পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তনক্রিয়াকেও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। সাতচল্লিশের রাজনীতির পাঠও পরবর্তী রাজনৈতিক শাসনাদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমপরিবর্তিত হতে থাকে। উপন্যাস নির্মাণের ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক চিন্তার স্তরবহুলতা ও সামূহিকতা কার্যকর থাকতে পারে।

১৯৪৭-এর রাজনীতি ও তার অব্যবহিত রূপান্তরের ইতিহাস বাংলাদেশের উপন্যাসে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত, আলোচ্য কালের ঘটনাপ্রবাহকে উপজীব্য করে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলাদেশ-ভূখণ্ডে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যেসব উপন্যাস রচিত হয়েছে, তাতে সেই সময়কার রাজনৈতিক চিন্তা অনেক সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দেয়। এরপরে আরও অনেকে এই ঘটনাক্রম অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেছেন। বাংলাদেশের উপন্যাসসমূহের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষযোগ্য। ১৯৪৭-পরবর্তী দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক চেতনা ১৯৫২-তে এসে পায় নতুন রূপ। তবে এই দুটি রাজনৈতিক ঘটনা পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়; বরং পরম্পরাবাহিত। তাই উক্ত সময়ের বাংলাদেশের জনমানুষের রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ আবিষ্কার একটি তাৎপর্যবহ বিষয়। বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশ-পূর্বাপর রাজনৈতিক ঘটনাক্রম যে ভাষারূপ পেয়েছে, তার বিশ্লেষণ থেকে সেই আবিষ্কারের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে বর্তমান গবেষণাগ্রন্থে। উপন্যাস এমন এক শিল্পমাধ্যম, যা একটি কালের একটি জনাঞ্চলের জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবনদর্শনের ভাষারূপ। সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে একজন ঔপন্যাসিক স্বজাতি ও স্বকালের ভাষাকে রূপদান করেন।

বাংলা উপন্যাসে রাজনীতি নিয়ে একাধিক গবেষণাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাজমা জেসমিন চৌধুরী রচিত *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* (১৯৮০); এটি তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল অনেকের উপন্যাস এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গবেষণায় অনুসৃত হয়েছে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি। এখানে গুরুত্ব পেয়েছে বাংলা অঞ্চলের রাজনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তার ভিত্তিতে উপন্যাস বিচার। তবে পূর্ব বাংলার উপন্যাস এখানে স্বল্পপরিসরে আলোচিত হয়েছে। কারণ তাঁর গবেষণাকালে পূর্ব বাংলার উপন্যাসের পরিধি বিস্তৃত ছিল না। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের *উপন্যাস রাজনৈতিক* (১৯৯১) বইটি উপন্যাসের তাত্ত্বিক দিকের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক ও উপন্যাস পাঠের রাজনীতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আলোচনার পরিধি সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাস; সেখানে বাংলাদেশের উপন্যাস আওতাভুক্ত হয়নি। পূর্ব বাংলার উপন্যাস বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মনসুর মুসা রচিত *পূর্ববাঙলার উপন্যাস* (১৯৭৪)। এ বইয়ে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রকাশিত বাংলাদেশের উপন্যাসের একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে রাজনীতি ও সাতচল্লিশের রাজনীতির বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ নিয়ে গবেষণা করেছেন রফিকউল্লাহ খান। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ* (১৯৯৭) তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভের (১৯৯৫) গ্রন্থরূপ। এই গবেষণায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৭ এই চল্লিশ বছরে প্রকাশিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল প্রায় সব উপন্যাসের বিষয় এবং তৎকালীন পরিপার্শ্ব ও প্রকরণকলা সবিস্তারে বিশ্লেষিত হয়েছে। উপন্যাস নির্বাচনে ও শিল্পরূপ বিচারে প্রতীচ্য উপন্যাসতত্ত্বের প্রতি গবেষকের অভিনিবেশ লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের 'বিষয়'-অংশে রাজনৈতিক জীবনজিজ্ঞাসার আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে চল্লিশ ও পঞ্চাশের রাজনীতির ঔপন্যাসিক বয়ান শনাক্তিকরণ; কিন্তু একক বিষয় হিসেবে তা স্থান পায়নি। ১৯৮৭ সালের পর আরও অনেক উপন্যাসে সাতচল্লিশকেন্দ্রিক নতুন নতুন বয়ান উপন্যাসে হাজির হয়েছে; সংগত কারণেই সেগুলো উক্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। শহীদ ইকবালের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের উপন্যাস* (২০০৩) বইয়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৫ সময়পর্বে লিখিত রাজনৈতিক চেতনাধর্মী উপন্যাসগুলোর বিশ্লেষণ ও রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসবিধৃত কাহিনির সংযোগ উপস্থাপিত হয়েছে। শাহীদা আখতারের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস* (১৯৯২) বইয়ে দুই অংশের উপন্যাসের

তুলনামূলক আলোচনায় রাজনীতির বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-সাপেক্ষ দৃষ্টিকোণের অনুষঙ্গে। এছাড়াও বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ জীবন ও মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। যেমন মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস (১৯৪৭-১৯৮৬)' (১৯৯৩); মহীবুল আজিজ, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ ১৯৪৭-১৯৭১' (১৯৯৮); মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, 'বাংলাদেশের উপন্যাসের শৈলীবিচার : ১৯৪৭-১৯৭১' (২০০০); খোন্দকার শওকত হোসেন, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে (১৯৪৭-১৯৭০) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিফলন' (২০০৭); মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ, 'বাংলাদেশের নদীভিত্তিক উপন্যাসে জীবনচিত্র' (২০০৮); নীলিমা আফরিন জানু, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ (১৯৪৭-২০০০)' (২০০৯); রওশন আরা বেগম, 'বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে সমাজচিত্র ও জীবনবোধ (১৯৭২-২০০০)' (২০১১); হামিদা বেগম, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে সমুদ্র-উপকূলবর্তী জীবন ও জনপদ' (২০১৩); সুরাইয়া গুলশান আরা, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপায়ণ (১৯৪৭-২০০০)' (২০১৫)। বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে অন্যান্য গবেষকের প্রবণতা একক ঔপন্যাসিক-সাপেক্ষ জীবন ও উপন্যাসের আলোচনা। কিন্তু ১৯৪৭-এর পূর্বাপর রাজনীতি, ১৯৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মতো বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাক্রম নিয়ে রচিত উপন্যাস বিষয়ে কার্যকর গবেষণা সম্পন্ন হয়নি; কিন্তু এ ধরনের গবেষণা জ্ঞানতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক কারণে জরুরি। প্রভাবশালী ইতিহাসের বিপরীতে যে ইতিহাসের ভিন্নতর মাত্রা থাকতে পারে, প্রভাবশালী নন্দনতত্ত্বের বিপরীতের যে বিকল্প-নন্দন থাকতে পারে, তা ইতিহাস ও উপন্যাসের সমান্তরাল পাঠ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করা সম্ভব। বাংলাদেশের জনজাতির সত্তাসন্ধানের আয়োজনে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের মনোভঙ্গিও এর মাধ্যমে উন্মোচিত হতে পারে।

চল্লিশের দশক ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক বাংলাদেশের উপন্যাস রচনা শুরু হয় পঞ্চাশের দশক থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাতচল্লিশ তথা নতুন রাষ্ট্রপ্রাপ্তি, সাতচল্লিশ-পরবর্তী বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের প্রতিক্রিয়া, আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসা, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে যেসব উপন্যাস রচিত হয়েছে বাংলাদেশে, সেগুলো পাঠের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। উপন্যাস নির্বাচনে গবেষণার শিরোনামের সঙ্গে সংগতি রেখে চল্লিশের দশক থেকে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ঘটনাক্রম যেসব উপন্যাসে উপস্থিত আছে

(রচনাকাল: ১৯৪৭-২০১৭), সেগুলো আওতাভুক্ত হয়েছে। রচনাকালের পরিসর বিবেচনায় দুটি বিষয় ক্রিয়াশীল থেকেছে—প্রথমত, এই গবেষণাকর্মের শুরুর কাল ২০১৮, তাই তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছর পর্যন্ত রচিত উপন্যাসসমূহ আওতাভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৭ থেকে ২০১৭—সত্তর বছর—রাজনীতি ও সাহিত্য উভয়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আলোচ্য কাল থেকে গবেষণার জন্য একটি নিরাপদ ও দূরবর্তী সময়। মূলত বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাসের মধ্যে সাতচল্লিশকেন্দ্রিক রাজনৈতিক গতিধারার স্বরূপ ও রূপান্তর অনুসন্ধান বর্তমান গবেষণার পরিসর।

বর্তমান বইটি প্রথমাংশে একটি, দ্বিতীয়াংশে চারটি এবং তৃতীয়াংশে একটি—মোট ছয়টি অধ্যায়ের মাধ্যমে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম—পরিপ্রেক্ষিত। পরিপ্রেক্ষিত অংশে আলোচিত হয়েছে সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং বাংলা উপন্যাসের পরম্পরা। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার অনুসন্ধানে বাংলার রাজনীতির পাশাপাশি এসেছে সর্বভারতীয় রাজনীতির কিছু অনিবার্য প্রসঙ্গ। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে অখণ্ড বাংলার ধারণার পাশাপাশি পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য আলোচিত হয়েছে। এখানে ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট স্বদেশি আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের অবস্থানগত কার্যকারণ, সাম্প্রদায়িক ঘটনা ও তার উত্থান-পতনের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সূত্রে ভারতশাসন আইন (১৯৩৫), ১৯৩৭-এর নির্বাচন, বিভিন্ন দাঙ্গা-সহিংসতার পটভূমি এই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িকতার আর্থরাজনৈতিক কারণ অনুসন্ধানে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের পর 'পাকিস্তান-আন্দোলন' নামক যে বড়ো রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়, যার অন্যতম কেন্দ্র ছিল বাংলা অঞ্চল; পাকিস্তান-আন্দোলন প্রশ্নে এই জনাঞ্চলের বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চল্লিশের দশকের রাজনীতিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সংগঠন এবং ব্যক্তির ভূমিকা ইতিহাসের তথ্যসূত্রের অনুষঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের আরেকটি অংশ বাংলাদেশের উপন্যাসের পূর্বসূরিদের বিবেচনা। প্রসঙ্গক্রমে স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা হিসেবে উপন্যাসের সংজ্ঞায়ন ও স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য আলোচনাপূর্বক বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারায় এই জনাঞ্চলের অবস্থান নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বইয়ের দ্বিতীয়াংশে পূর্ববর্তী প্রথম অধ্যায়ের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে উপন্যাস-পাঠের অনুষঙ্গে কয়েকটি কালখণ্ডের মধ্য দিয়ে সাতচল্লিশকেন্দ্রিক রাজনীতির স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, অধ্যায়-পরিকল্পনার গঠনবৈশিষ্ট্যের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই উপন্যাস ঘটনাক্রম অনুসারে একাধিক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ঘটনাক্রমের মাত্রা অনুযায়ী উপন্যাসপাঠ-পর্যালোচনার পরিধি নির্ধারিত হয়েছে। তাই একটি অধ্যায়ে সকল উপন্যাসের পাঠপর্যালোচনার আয়তনগত সমতা রক্ষা করা যায়নি। সাতচল্লিশের রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কার্যকর থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাস্তবতা—বাংলাদেশের অনেকগুলো উপন্যাসে তা ভাষারূপ পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম—বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর ও জনমানুষ। ইতিহাস-সূত্রে জানা যায়, বিশ্বযুদ্ধের মতো মন্বন্তরও ছিল মনুষ্যসৃষ্ট। ঔপনিবেশিক শাসনপদ্ধতি, স্থানীয় কর্তৃত্ববাদী অভিজাতদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা-সিদ্ধান্তহীনতা, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতা ওই কালের জনমানুষকে একটি আর্থমানবিক বিপর্যয়ের মুখে পতিত করে। চল্লিশের দশকে উদ্ভূত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিপরীতে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির পরস্পরবিরোধী প্রতিযোগিতা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দরকষাকষি জনমানুষের বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তরকেন্দ্রিক বিপর্যয়কে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি। এই বিপর্যয়ের ধরন কেবল খাদ্য-বস্ত্রের অপ্রাপ্তি বা অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; এক সামূহিক মূল্যবোধগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি করে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আবার চল্লিশের দশকের ক্ষমতার রাজনীতিও চলমান। ফলে ওই কালের রাজনীতি পায় মাত্রাগত বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি উপন্যাসে সেই বিচিত্রমাত্রিক মূল্যবোধগত বিপর্যয়ের ভাষিক রূপায়ণ ঘটেছে। জনসমাজের মধ্যে ব্যক্তিভেদে শ্রেণিগত অবস্থান, স্থানগত অবস্থানের ভিত্তিতে মানুষ কীভাবে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাস্তবতা ও রাজনীতির শিকার হয়েছে এবং মোকাবিলা করেছে—নির্বাচিত উপন্যাসের বয়ানে—তা-ই উক্ত অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে; কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর আত্মকথন থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম—স্বাধীনতার স্বপ্ন। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত পরিপ্রেক্ষিত অংশে 'স্বাধীনতার স্বপ্ন' শব্দবন্ধের ঐতিহাসিক ও আর্থরাজনৈতিক কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সূত্রে উপন্যাসপাঠের মধ্য দিয়ে সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন এবং তৎসঙ্গে সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে ব্যক্তির ও জনমাজের সম্পৃক্ত হওয়ার আর্থসামাজিক বাস্তবতা আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। কোন অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে স্বাধীনতার কথা ভাবতে হয় নতুন

মতাদর্শ থেকে, কখনো কখনো যার নামকরণ হয়ে যায় ‘সাম্প্রদায়িকতা’—উপন্যাসের বয়ানে যেমন তা ধরা দেয়, তেমনি ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক অবস্থানও সেখানে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য উপন্যাসের একটি বড়ো অংশ মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে বাঙালি মুসলমান হিসেবে যে বর্গটি চিহ্নিত, তার মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের কার্যকারণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও মাত্রাগত তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয় উপন্যাসে। একটি রাজনৈতিক মতবাদ যা কখনো কখনো ধর্মীয় মতবাদেরও সাপেক্ষ হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একাত্ম হওয়ার পাঠও আলোচ্য উপন্যাসের বয়ান থেকে পাঠ করা সম্ভব। চল্লিশের দশকের রাজনীতির মধ্যে যে অমীমাংসিত ও অনিবার্য বাস্তবতা হিসেবে এই স্বাধীনতার স্বপ্নের সঙ্গে সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির আলোচনা যুক্ত থাকে, তাকে অস্বীকার করে নয়, বরং স্বীকার করে নিয়েই তার কার্যকারণ নিরূপণের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

চল্লিশের দশকের রাজনীতির সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি, তথা ব্রিটিশ-উপনিবেশমুক্তি—স্বাধীনতাপ্রাপ্তি—নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা; আরেক বিবেচনায় ‘দেশভাগ’। দেশভাগেরই ক্ষতদীর্ণ ফলাফল উদ্বাস্তু সংকট। তাই চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম নির্ধারিত হয়েছে—‘দেশভাগ’। এই অধ্যায়ে আলোচনার শুরুতে ‘দেশভাগ’ শব্দটির পরিভাষাগত ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ের সকল আলোচনায় ‘দেশভাগ’ শব্দটিকে ব্যবহার করা হলেও একে প্রশ্নের মধ্যে রেখে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সাতচল্লিশের রাজনীতির আওতায় দেশভাগকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শিরোনামে উদ্ধরণচিহ্নের মধ্যে ‘দেশভাগ’ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি গবেষণার কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়েছে। দেশভাগ অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও তা যে ছিল অনিবার্য পরিস্থিতি, উপন্যাসের চরিত্রের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তা উন্মোচিত হয়েছে। দেশভাগের ফলে বাংলার দুই অংশের জনমানুষই আক্রান্ত হয়েছে; কোনো কোনো শ্রেণি সুবিধাপ্রাপ্তও হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুর পরিণতিই আকস্মিক নয়। দেশভাগের ফলে পূর্ব বাংলা থেকে চলে যাওয়া মানুষের বেদনা ও যন্ত্রণা যেমন আছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা মুসলমানদেরও অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে। আবার পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়া হিন্দু জনগোষ্ঠী ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যকার বিরাজমান পরিস্থিতিও ইতিহাসের বয়ানে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত করেছে। দেশভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গে সেই পরিস্থিতির স্বাতন্ত্র্য আছে। এসব পরিস্থিতিকে চরিত্র ও পরিপার্শ্ব উভয়ের সমবায়ে নির্মাণ করেছেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা। তাঁদের দেশভাগ-সংক্রান্ত বয়ানে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষণবিন্দু (Point of View) থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণের প্রকাশ।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী তথা দেশভাগ-পরবর্তী পূর্ব বাংলার আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনার মাত্রাগত বৈচিত্র্য রয়েছে। সাতচল্লিশের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার পরম্পরাগত ঘটনা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। সাতচল্লিশ ও বায়ান্নর পরম্পরাগত যৌথতার অনুসন্ধান বাংলাদেশের জন-ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই বিবেচনায় পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম—সাতচল্লিশ-পরবর্তী আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসা ও ভাষা আন্দোলন। সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার জনগণ নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়, যার নাম—পাকিস্তান। বহুকাঙ্ক্ষিত 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ব বাংলার বৃহত্তর জনমানুষের যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন জড়িত ছিল, তা ক্রমেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় পরিণত হয়। এক ব্রিটিশ শোষকের পরিবর্তে আবির্ভূত হয় আরেক পাকিস্তানি শোষকশক্তি—এটি বাঙালি জাতীয়াবাদী চেতনার একটি প্রতিষ্ঠিত বয়ান। কিন্তু শোষণের ধরন একমাত্রিক ছিল না। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও নীতি উপরিতলের একটি বড়ো বিষয় হলেও সমাজের বিভিন্ন স্তরে শ্রেণিগত, জীবিকাগত অনেক ধরনের শোষণচিত্র পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের উপন্যাসে এই স্তরবহুল সংকট প্রাধান্য পেয়েছে। এই সময়কালেই সংঘটিত হয় রাষ্ট্রভাষাকেন্দ্রিক সংগ্রাম, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। এই সূত্রে উক্ত অধ্যায়ে পরিপ্রেক্ষিত অংশে সাতচল্লিশ-পরবর্তী আর্থরাজনৈতিক পরিস্থিতির ইতিহাস-সমর্থিত তথ্য-উল্লেখের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদ-সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তা ও মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষাটের দশকে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে তার সার্থক পরিণতি। সেই জাতীয়তাবাদের উন্মেষকাল হিসেবে ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কীভাবে বিবেচিত হয়েছে, কোন কোন অনুষঙ্গে, তা উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন বয়ানের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংগ্রামশীল অভিযাত্রায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মতো একটি মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থাপনে ঔপন্যাসিকদের অবস্থান, পর্যবেক্ষণ ও কখনো কখনো দ্বিধা প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের উপন্যাসে। এই আলোচনায় কেবল প্রতিষ্ঠিত মত নয়, বরং একাধিক দৃষ্টিকোণের ব্যবহার প্রত্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম—ঔপন্যাসিক সত্তায় ইতিহাস ও রাজনীতি : সমন্বিত মূল্যায়ন। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে যে সকল ঔপন্যাসিকের উপন্যাসগুলো বিশ্লেষিত হয়েছে, এই অধ্যায়ে তাঁদের ঔপন্যাসিক সত্তায় আলোচ্য সময়পর্বের রাজনীতি ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রিয়াশীলতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রচনাকালের রাজনৈতিক চিন্তা উপন্যাসের বয়ান নির্মাণে কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। উপন্যাসে প্রতিফলিত রাজনৈতিক চিন্তাকে

সূত্রবদ্ধ করতে ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে ঔপন্যাসিকদের শিল্পীসত্তার সম্পর্ক আলোচনাসূত্রে তাঁদের জন্ম, পেশাগত ও রাজনৈতিক অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার সমান্তরালে ঔপন্যাসিকদের ইতিহাসচেতনা ও রাজনৈতিক বোধের রূপান্তরের সূত্রও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সাতচল্লিশকেন্দ্রিক রাজনীতির স্বরূপ-সন্ধান তথা পাকিস্তান-আন্দোলন, মুসলিম জাতীয়তাবাদ, সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমানের আর্থসামাজিক কাঠামোগত অবস্থান, দেশভাগের আলোচনা একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়—সেটি উপন্যাসপাঠের মধ্য দিয়ে হলেও। কারণ এই পুরো পরিস্থিতির মধ্যে যে বিষয়টি প্রবলভাবে উপস্থিত থাকে, তাকে চিহ্নিত করা হয় 'সাম্প্রদায়িকতা' হিসেবে। ফলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে জনমানুষের চিন্তা ও অবস্থান শনাক্ত করতে গিয়ে, কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নতুন করে পালটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেটি ঔপন্যাসিকের রচিত উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যেমন হতে পারে, তেমনি গবেষণার মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হতে পারে। আবার ১৯৪৭ থেকে সাত দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দুই ভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে 'দেশভাগে'র মতো একটি বড়ো রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে দেখার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ওই কালের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহন করছে দুই রাষ্ট্রেরই জনগণ। পরিস্থিতিগত সংকট বিচার করতে গিয়ে কখনো একটি ধর্মীয় পক্ষের অবস্থান সমালোচিত হতে পারে; অন্যত্র আরেক পক্ষ সমালোচিত হতে পারে। আর্থরাজনৈতিক সংকট ছিল বলেই এতকাল পরেও দুই জনসম্প্রদায়, বিশেষত বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের একটা অংশ সেই কালকে ক্ষত হিসেবে বিবেচনা করে। সংকটের সমাধানের জন্য প্রয়োজন প্রথমে সংকটকে স্বীকার করা এবং এরপর তার কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন।

উক্ত রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জ বিশ্লেষণে একটি শক্তিশালী বয়ানও দীর্ঘদিন ধরে দুই রাষ্ট্রে বিদ্যমান আছে। দেশভাগের ফলে পূর্ব বাংলা থেকে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে দেশচ্যুত হতে হয়েছে, উদ্বাস্তু জীবনবরণে বাধ্য হতে হয়েছে, দলে দলে দেশত্যাগ করতে হয়েছে—এটি একটি বয়ান। কিন্তু এটিই একমাত্র বয়ান নয়। উপন্যাসপাঠের মধ্য দিয়ে আরও অসংখ্য বয়ান হাজির হয় পাঠকের সামনে। মুখোমুখি করে অসংখ্য প্রশ্নের। উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের ভৌগোলিক, শ্রেণিগত এবং কখনো কখনো সম্প্রদায়গত অবস্থানও এসব বয়ান নির্মাণে ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিন বাংলার দুই অংশের বিদ্যাচর্চায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত ঔপন্যাসিক বয়ানই কার্যকর ছিল—সেটি একটি দিক। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বয়ানের সঙ্গে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের উপন্যাসের বয়ান যদি যোগ না হয়, তবে সেই বয়ানের বলয় কোনোভাবেই পূর্ণতা পায়

না। দীর্ঘদিন যে বয়ান ছিল আলোচনার বাইরে, তাকে যুক্ত করে একটি বহুস্বরিক বয়ান নির্মাণপ্রচেষ্টা এই গবেষণার প্রধান অন্বিষ্ট। এই গবেষণার উদ্দেশ্য কেবল ইতিহাসের সত্যাসত্য বিচার নয়; বরং একটি কালখণ্ডে সংঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে উপন্যাসের কাঠামোতে স্থান দিতে গিয়ে কী কী ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে, তার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। বর্তমান গবেষণার আওতা যেহেতু বাংলাদেশের উপন্যাস, স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের প্রেক্ষণবিন্দু গুরুত্ব পাবে।

এই গবেষণায় পদ্ধতিগতভাবে প্রধানত দুটি দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে—নব্য-ইতিহাসবাদী সমালোচনা (New Historical Criticism) পদ্ধতি এবং পাঠ-বিশ্লেষণমূলক (Textual Criticism) পদ্ধতি। ইতিহাসের পাঠ ও উপন্যাসের সাহিত্যিক পাঠের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপন্যাসপাঠের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপন্যাসের একাধিক অনুষঙ্গকে বিভিন্ন সাহিত্যিক তত্ত্ব ও মতবাদ দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। ইতিহাসের ঘটনাক্রম ও উপন্যাসে ইতিহাসের রূপায়ণ সমান্তরাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ-সন্ধানের অন্যতম সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমান গবেষণাকর্মে কেবল সাতচল্লিশকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ঘটনা-অনুষঙ্গী উপন্যাসগুলোকে আলোচনার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। উপন্যাস নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাস, যেগুলোতে আলোচ্য সময়পর্বের রাজনৈতিক ঘটনাক্রম সন্নিবেশিত আছে, সেগুলোকে বিবেচনাভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিটি উপন্যাসের আলোচনায় প্রথমবার উপন্যাসের নাম উল্লেখের সময় প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল প্রথম বন্ধনীর ভেতরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপন্যাসের মূলপাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্শ্বতথ্যসূত্রনির্দেশ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে; অর্থাৎ উদ্ধৃত অংশের পাশে প্রথম বন্ধনীর ভেতরে ঔপন্যাসিকের নামের প্রথমাংশ, যে সংস্করণ থেকে পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রকাশসাল এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। উপন্যাসের পাঠ ছাড়াও অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থের পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অর্থাৎ গ্রন্থকারের নামের প্রথমাংশ, যে সংস্করণ থেকে পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রকাশসাল এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের নামের প্রথমাংশ এবং যে গ্রন্থে বা পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখকৃত সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা লেখকের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশের উল্লেখপঞ্জিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বানানরীতির ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' এবং *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* (২০১৭) অনুসরণ করা হয়েছে। তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।